

**Shaheed****Md. Kamrul Islam Setu**

Date of birth: 23 October, 1976
Date of martyrdom: 4 August, 0224
Division: Dhaka
District: Faridpur

Short Biography

Profession: Businessman, S A Total Solutions.

Place of Martyrdom (Death): Al Helal Hospital, Mirpur-10

Martyrdom Details and History

Md. Kamrul Islam Setu, a heroic soldier of the anti-discrimination student movement, was born on October 23, 1976, in Faridpur Sadar Upazila. His father was the late Md. Motaleb Howlader and his mother is Mosha: Hamida Begum, a housewife. Md. Kamrul Islam Setu was the sole breadwinner of his four-member family. The monthly income of Tk 70,000 from his partnership business at SA Total Solutions covered the family expenses, including the education of his children. His only son, Alvi Bin Islam, is studying in the CSE department of Southeast University. His father's dream was for his son to become a renowned computer engineer in the country. His daughter, Umaiya Islam Sneha, has just finished her higher secondary education. He also had colorful dreams for his daughter.

Martyrdom

Sunday, August 4, 2024. Md. Kamrul Islam Setu went out to offer Zohr prayers at noon. After the prayers, he set off for his business establishment in Mirpur 10. At that time, the police force nurtured by the autocracy started firing tear gas and bullets at the peaceful student movement. The Awami League's terrorist forces joined the police. The violent Awami League forces and their fostered police continued to fire to disperse the students. Suddenly, a bullet hit Kamrul Islam Setu's head. He immediately fell on the street. Some of the protesting students took him to the hospital for treatment. Upon hearing the news of the autocratic Awami government's repression of students and ordinary people, Setu's family became worried and tried to contact him by calling his mobile phone. Unable to reach him, the family became anxious. At one point, an unknown person answered Md. Kamrul Islam Setu's mobile phone and informed them that he had been shot. He had been taken to the hospital. Later, the family members searched various hospitals and found him dead at Dhaka Neuroscience Hospital. The medical certificate states that the deceased's time of death was around 6:30 pm.

Family Condition

A pall of grief descended upon Md. Kamrul Islam Setu's family after his death. It is almost impossible for Kamrul Islam Setu's wife to bear the expenses of her two children's education and all family expenses. As a result, the dream of his son Alvi Bin Islam becoming a computer engineer has become uncertain. With the loss of the family's only earning father, the education of his daughter Umaiya Islam Sneha is also uncertain.

Need for Assistance

Md. Kamrul Islam Setu's family can be assisted with monthly or annual financial support, as well as educational support for his two children.

Appeal to State Officials

The humble, polite, and honest Shaheed Md. Kamrul Islam Setu was brutally shot and killed in broad

daylight by Awami terrorists, Chhatra League, Jubo League, and Awami-backed police. The locals and the Shaheed's family have demanded exemplary punishment for this. May Allah accept his martyrdom.

Personal Information of the Shaheed at a Glance

Name: Md. Kamrul Islam Setu

Born: October 23, 1976, Faridpur

Martyr's Profession: Businessman, SA Total Solutions

Father: Late Motaleb Howlader

Mother: Mosha: Hamida Begum, Housewife

Family Members: 4

Family's Provider: 1 (Martyr Md. Kamrul Islam Setu)

Permanent Address: Raghunandpur Housing Estates, Block-C, Plot-164, Ward No. 9, Municipality, Faridpur

Other Family Members: Wife, 1 son, and 1 daughter

Son- Alvi Bin Islam, Student, CSE Department, Southeast University

Daughter- Umaiya Islam Sneha, Student, HSC

Quranic Verse

They rejoice in what Allah has bestowed upon them of His bounty. (Al-Imran 3:170)

Hadith

A martyr will be able to intercede for seventy relatives in Paradise. (Sunan Abu Dawood 2520)

Prayers offered: 0

Memorial Photo Gallery





মৃত্যুসনদে লেখা মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন

শেষ ফোন কলে বলেছিলেন চিন্তা না করতে, অফিস বন্ধ করে বাসায় ফিরবেন

ফরিদপুর প্রতিনিধি

উপাধীনক্ষম বাবা মারা গেলেন, এখন আমার ও মেনের পক্ষাঘাত চলেছে কীভাবে। তাজুদ্দিন সপ্তাহেরই বা চলেছে কীভাবে, কবর জম্মে বসে এসে কথা, কেউ কি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন আমাদের পরিবারকে বেঁচে থাকার জন্য - এভাবেই একটানা কণ্ঠাডালে বলে গেছেন পত ৪ আপস্টে কলামবিদ্রোহী ছাত্র আমেরুলের সত্য গুলিতে নিহত ছাত্র বাসেয়া কামরুল ইসলাম সেন্তর একমাত্র ছেলে অলকী বিন ইসলাম। তিনি জানল, যত প্রাইই ফোন, বাবা না আসা পর্যন্ত যেমনে না বোন উমাইয়া ইসলাম (১৯)। সেই বরা ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বরে গুলিতে মারা যান। বাবার এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। নিহত কামরুল ইসলামের বাড়ি ফরিদপুর শহরতলির রমনন্দনপুর গ্রাউন্ডিং এন্ডেটো। তবে তিনি খ্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ঢাকার মিরপুর-১৯ নম্বরে থাকতেন। ৪ আপস্টে রাইটেই কামরুল ইসলামের রাশ ফরিদপুরে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। পরদিন বেলা ১১টার দিকে ফরিদপুর শহরের আলীপুর পৌর কলারস্থানে তার রাশ দাফন করা হয়। কামরুল ইসলাম ঢাকার কসমেটিক্সের ব্যবসা করতেন। ৩৪ অফিস ছিল মিরপুর-১০ নম্বরে। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপাধীনক্ষম ব্যক্তি।

কামরুল ইসলামের খ্রী নিতুড়ার ইয়ারলিন খলেন, ৪ আপস্টে দুপুরে নামাজ পড়তে যান তার স্বামী। নামাজ শেষে তিনি কল করে বলেন, তার এখানে খুব গাধগোল হচ্ছে। অফিসে দুজন কর্মচারী আছে। তাদের বিদায় নিয়ে অফিস বন্ধ করে তিনি বাসায় ফিরবেন। চিন্তা না করতে বলেন। কামরুল ইসলামের ছেলে আলকী বিন ইসলাম (২০) বলেন, ৪ আপস্টে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও তার বাবা বাসায় ফেরেননি। তখন তিনি বাবাবার কবর নম্বরে করা দিতে থাকেন। অনেককাল পর একজন কলারি ধরে বলেন, ফোনটি যার, তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাতে মিরপুরের আল-হেলাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে তিনি ও তার স্বজনরা জানতে পারেন, ওই হাসপাতাল থেকে তার বাবাকে রাস্তাধারী মোহরাওয়াদী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতালে ডাক্তার পরীক্ষা করেন। ঢাকার নিউরোসার্জনে হাসপাতালে নিয়ে বাবাকে খুঁজে পান তিনি। হাসপাতালের মুন্স সনদে বলা হয়, "মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।" কামরুল ইসলামের ছেলে আলকী বিন ইসলাম একটি কেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সলিপিজার সাথে আসে ষ্ট্রিটমিয়ারিয়ে পড়াশোনা করছেন। সেয়ে উমাইয়া এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। কামরুল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপাধীনক্ষম ব্যক্তি। তাতে হারিয়ে দিশাহারা পরিবারের সদস্যরা।